R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
রকমারি ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সমস্ত প্রকার রোগ নির্ণয় ও
নিরাময় করা হয়
ডাঃ অমল সরকার
বি-এস সি, এম, বি, বি, এস
এক্স-হাউস সার্জেন
স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ
রঘুনাথগঞ্জ পাকুড়তলা
জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর পার্শ্বে
বসিবার স্থান : কমলা ফার্ম্মেসী, সম্মতি-নগর, সময় : সোম-শনি সকাল ৭টা ১১টা, পাকুড়তলা : সোম-শনি বৈকাল ৪টা-৭টা, রবি সকাল ৭টা-১১টা।

৭৪শ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৫ সাল।
১১ই মে, ১৯৮৮ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

অধ্যাপককে প্রহারের অভিযোগে পরীক্ষার্থী গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর, ৬ মে : আজ স্থানীয় কলেজের ১৮নং রুমে বি, কমের এ্যাকাউন্ট্যান্সি পরীক্ষায় গোলমাল বাধে। ঐ কলেজেরই কিছু প্রাক্তন বি. কমে অকৃতকার্য্য ছাত্র অরঙ্গাবাদ কলেজের ক্যাজুয়াল ক্যাণ্ডিডেট হিসাবে ১৮নং ঘরে পরীক্ষা দিচ্ছিল। তারা প্রথম হাফের পরীক্ষা দেবার সময় রুমে কর্মরত অধ্যাপকদের তাদের নকলের সুযোগ দিতে চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাদের অবৈধ আবদার খাটে না। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রথম হাফ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বাইরে এসে বারান্দার রেলিং ভেঙ্গে দেয়। পরে তারা অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে জমা দেওয়া পরীক্ষার খাতা ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দেয় ও অধ্যক্ষের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করে। পরে সবগুলি খাতা উদ্ধার করা হয়। এরপর ঐ ছাত্ররা কলেজের ষ্টাফরুমে ঢুকে অধ্যাপক শক্তিসাধন মুখার্জীকে মারতে উদ্যত হলে উপস্থিত অধ্যাপকরা বাধা দেন। কিছুক্ষণ পর অধ্যাপক স্নেহময় ষড়ঙ্গী যখন বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে এক হোটেল থেকে খেয়ে কলেজে ফিরছিলেন, সে সময় ৩০/৪০ জন ছাত্র তাঁকে ঘিরে ফেলে ও মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত শ্রীষড়ঙ্গীকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। বেলা ১টা থেকে ১.৩০ এর মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে। জনৈক অধ্যাপক ক্ষোভের সঙ্গে জানান—১-১৫ থেকে এসডিও, এস ডি পিও এবং ওসিকে ফোনে যোগাযোগ করেও কাউকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ আসে ২-৩০ মিনিটে। মহকুমা শাসক আসেন বেলা ৪টায়। ইতিমধ্যে অধ্যাপকরা ডিউটি করবেন না সিদ্ধান্ত নেন। এবং ভার-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ ২-৩০ নাগাদ ফোনে কলকাতায় প্রোভাইসচ্যান্সেলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত ঘটনা জানালে তিনি পরীক্ষা বন্ধ না করতে অনুরোধ করেন ও রাইটার্সে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন। বেলা ৩টায় ২য় হাফের পরীক্ষা শুরু হয় ও নির্বিঘ্নে শেষ হয়। ইতিমধ্যে বেলা চারটে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্র পরি-দর্শকের একটি দল এখানে আসেন। তাঁদের সঙ্গে ১৮নং ঘরের পরীক্ষার্থীদের কথা কাটাকাটি হয় বলে জানা যায়। অধ্যাপকদের অভিযোগের ভিত্তিতে অমিত ধর, (৩য় পৃষ্ঠায়)

হাওড়া-ফরাক্কা ভায়া আজিমগঞ্জ লাইনে নয়া ট্রেনের দাবী

বিঃ সংবাদদাতা : গত ১৪ এপ্রিল সংসদে স্থানীয় সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিন হাওড়া-ফরাক্কা ভায়া আজিমগঞ্জ লাইনে একটি দ্রুতগামী ট্রেনের দাবী জানান। শ্রীআবেদিন বহুবার রেল মন্ত্রকের কাছে এই লাইনে প্রয়োজন ভিত্তিক ও দ্রুতগামী ট্রেন চালু করার দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই বিবেচনা করা হবে এই আশ্বাসবাণী ছাড়া কাজের কাজ কিছু হয়নি। গত ২৩ মার্চ রেলমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআবেদিনকে এক চিঠি দিয়ে জানান, নানান অসুবিধার জন্য নূতন করে কোন ফাষ্ট ট্রেন এ লাইনে চালু করা সম্ভব নয়। উপরন্তু ১৬৫ আপ ও ১৬৬ ডাউন বন্ধ জনতা এক্সপ্রেসটি চালুর দাবী জানালে রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসটি প্রতি-দিন চালু হওয়ায় যাত্রী সাধারণের আর কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু রেলমন্ত্রক বোধহয় উপলব্ধি করতে পারছেন না ঐ ট্রেনটি হাওড়া-সাহেবগঞ্জ লুপে চলায় জঙ্গিপুর মহ-কুমার যাত্রীরা সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এদিকে রেলদপ্তর হঠাৎ (শেষ পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্র ভবন সম্পূর্ণ করতে প্রশাসন তৎপর হলেন

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন কমিটির বর্তমান সম্পাদক রাজেন লালা শেষ পর্যন্ত মহকুমা শাসকের কড়া নির্দ্দেশে দীর্ঘ কয়েক বছর পর গত ২২ এপ্রিল তাঁর চেম্বারে হিসেব-পত্র নিয়ে হাজির হন। এ্যাসিট্যান্ট ট্রেজারী অফিসার প্রাথমিকভাবে হিসাবপত্র দেখেন। তাতে বর্তমানে ভবন নির্মাণ খাতে কুড়ি হাজার টাকার মত জমা আছে দেখা যায়। মহকুমা শাসক জেলা শাসককে তাঁর ডেভেলাপমেণ্ট ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা রবীন্দ্র ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বলে জানা যায়। ঐ টাকা পেলে ভবনের মেঝে ও দেওয়ালগুলি পলেস্তারার কাজ শেষ করা যাবে। স্থানীয় জনসাধারণ প্রশাসনিক এই তৎপরতায় ভবন নির্মাণ কার্য্য ত্বরান্বিত হবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টমেণ্ট কি পাততাড়ি গুটাচ্ছে !

রঘুনাথগঞ্জ : ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ বেশ কয়েক বছর থেকে এখানে ব্যবসা চালাচ্ছেন। তাদের এ অঞ্চলে গুডউইল রয়েছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বহু টাকা এই কোম্পানীতে খাটছে। কিন্তু ক'দিন থেকে শহরে জোর গুজব এরা নাকি ব্যবসা গুটাতে চলেছেন। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়। এ অঞ্চলের মানুষের মন থেকে নির্মল চিট ফাণ্ড, ইউরেকা চিট ফাণ্ড প্রভৃতির তিক্ত স্মৃতি মুছে যায়নি। ফলে এখানকার মানুষ আতঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টমেণ্ট একটি ভাল প্রতিষ্ঠান বলেই লোকে জানে। সে কারণে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে বৈশাখ বুধবার ১৩৯৫ সাল

একটু মাছ-একটু দুধ

দ্রব্যমূল্য আজ এমন স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ মানুষ একান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। প্রধান খাদ্য চাল ও গম এতদিন শিরঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল, তখনও কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, উদরপূর্তির জন্য শাক আনাজপত্র ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইবে? বাজারের থলি হাতে বাজারে প্রবেশ করিয়া সমস্যার সম্মুখে পড়েন নাই, বর্তমানে বোধ করি, এমন কেহ নাই। মাছ, মাংস, দুধ—ইহা যে স্বপ্ন! তরিতরকারী কুলীন, অকুলীন যাহাই হউক, অগ্নিমূল্য। দরে যেমন সব কিছু বিস্বাদ লাগিতেছে, রাসায়নিক সার প্রযুক্ত জিনিস তাহাদের প্রকৃত সুস্বাদ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আলুর সুঘ্রাণ নাই, পালংশাক স্ফীত-কলেবর হইলেও রসনায় সে আবেদন আনিতে পারে না। মাছ, মাংস ও দুধ ত বেশীর ভাগ বাড়ী হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। অভিজাত মাছ চল্লিশ টাকা হইতে পঁয়তাল্লিশ টাকা কিলো দরের নীচে নামিতে চাহে না। বেশীর ভাগ মানুষই অতি সন্তর্পণে মাছের বাজারে প্রবেশ করেন দুরু দুরু বক্ষে। ভাবেন হয়ত আজ মাছের ফড়িয়ারূপী ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন। সন্তানদের মুখে একটু মাছের টুকরা হয়ত দিতে পারিবেন। কিন্তু সাহস হয় না দর জানিবার। ফড়িয়ারাও মানুষ চিনে না। রামা-শ্যামার দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। কাঞ্চন-কুলীনদের তাঁহারা চিনেন। তাঁহাদের দৃষ্টি অন্যত্র।

দুধের বেসাতি যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা জানেন যে, শুভ্র তরল পদার্থকে দুধ বলিলেই গ্রাহক তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। সে দুধের মধ্যে শতকরা কতভাগ জল আর কতভাগ পাউডার মিল্ক বা ময়াবীন আছে, গ্রাহকের তাহা জানিবার স্পর্দ্ধা নাই। পুষ্টি-কারিতা সে তরলের কতটুকু আছে, আধুনিক শিশু-অপুষ্টি তাহার প্রমাণ।

কাজেই এখনকার যুগধর্ম্ম, যেমন করিয়া হউক উদরপূর্তি করিতে হইবে। পুষ্টির প্রশ্ন, স্বাদের প্রশ্ন, দরের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

প্রেমেনদা

(স্মৃতিচারণ)

বরুণ রায়

বাংলা সাহিত্যে অনন্য প্রতিভার অধিকারী প্রেমেন্দ্র মিত্র কবে যে আমার কাছে 'প্রে মে ন দা য়' রূপান্তরিত হয়েছেন তা আজ আর মনে করতে পারি না। তখন স্কুলে নীচের দিকের ক্লাসে পড়ি। পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে গল্পের বই, ছোটদের মাসিক পত্রিকা এসবও হাতে এসে উঠেছে। ছোটদের পত্রিকা 'রংমশালে' ছেলে মানুষ আমার প্রথম লেখা ছেপে বের হল। উত্তেজিত এবং গর্বিত আমি ধরে ধরে সবাইকে ছাপার অক্ষরে আমার নাম সমেত লেখা পড়ে শোনাচ্ছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে এই লেখার সূত্রেই আমার পত্রদৌত্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র রং-মশালের সম্পাদক ছিলেন।

পাবনা এডোয়ার্ড কলেজে ইন্টার-মিডিয়েট পড়ার সময় স্বনামধন্য অধ্যক্ষ আর বোসের উৎসাহে গল্প উপন্যাস পড়ার দিকে আমরা নজর দিয়েছি। তখনই পড়লাম—শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠির দেশে' অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'প্যান', আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক'। উচ্চ বিত্ত নায়ক—নায়িকাদের জীবন থেকে একেবারে শ্রমিক কিষাণ নিষ্পিষ্ট মানুষের কঠোর বাস্তব জীবনের চিত্রায়ন। ইন্টার মিডিয়েট পাস করার পর ১৯৪২এ জেলে গেলাম জেলখানাতেই হাতে এল প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক ব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' ও আরও ২।১টি বই। 'মহাসাগরের নাম-হীন কূলে। হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই। জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়........' তাঁর সদম্ভ ঘোষণা—আমি কামার ও কুমোরের কবি, কবি আমি মুটে মজুরের। আমাদের রাজনৈতিক জীবনকে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর অনুকরণে রক্তগরমকরা কবিত লেখাতেও তখন হাত দিয়েছিলাম। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ সে এক পাগলামির দিন ছিল।

আমাদের ছেলেবেলার গল্পের নায়ক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বিমল-কুমার-রা ম হ রি-বা ঘা'। তারপরই আসন জুড়ে বস্‌লেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের গুলসম্রাট 'ঘনাদা'। বাংলা শিশু-সাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি।

রবীন্দ্র যুগে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান পুরুষ প্রেমেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রভাববলয় ছিন্ন করে প্রেমেন্দ্রের ধারালো লেখনীমুখে উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যের কিছু সমকালীন ও কিছু চিরায়ত ফসল। তাঁকে প্রভাবিত করেছে ম্যাক্সিম গোর্কী, ন্যুট হ্যামসুন, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, চেকভ, প্রভৃতি বিশ্ব সাহিত্যের দিক্‌পালরা। তাঁর প্রথম মুদ্রিত লেখা প্রবাসী পত্রিকার পাতায় দেখা দেয় স্প্যানিশ নাট্য-কার নোবেল প্রাইজ বিজয়ী জ্যাকিন্টো বেনা ভেণ্ডের সাহিত্য-কৃতি নিয়ে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য কর্ম নিয়ে বিদগ্ধ সমালোচক ও গুণীজন কলম ধরবেন। সে চেষ্টা আমি করব না। মানুষটির সঙ্গে আমার যে হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কেই ২।১টি কথা এখানে বলতে চাই।

রঘুনাথগঞ্জে আমরা যখন প্রথম গ্রন্থমেলা করি তখন তাঁকে এখানে নিয়ে আসার জন্য তাঁর হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যাই। সেই প্রথম মুখো মুখি দেখা। সেবার অবশ্য তিনি এখানে আসেননি। এরপর আমার প্রয়াত কবিবন্ধু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় ৭।৮ বার তাঁর কাছে গিয়েছি। বীরেনবাবুর মধ্যস্থতায় আলাপ হয়েছে। আমার 'দেগাত' পত্রিকার জন্য তাঁর একাধিক লেখ আদায় করেছি কখন অগোচরে প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার 'প্রেমেনদা' হয়ে গিয়েছেন। শেষ দিকে তিনি চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পেতেন না। গত বছর একটা লেখা আদায় করার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে-ছিলাম। দেখে এলাম, দৃষ্টিশক্তি-হীন একজন সাহিত্যস্রষ্টার নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার অসহায় আকুতি। ক্যান্সার রোগে মৃত বীরেনবাবুর কথা উল্লেখ করে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। ভেবেছিলাম, এই শেষ সাক্ষাৎ-কার।

কে জানত, আবার দেখা হবে। ঐ যে অগণিত শোকাকুল গুণমুগ্ধ ভক্ত পরিবৃত হয়ে চলেছে বাংলা সাহিত্যের রাজাধিরাজের মরদেহ। পিছনে পড়ে রইল—পাঁক, সাগর থেকে ফেরা, প্রথমা, পুন্নাম, তেলেনাপোতা আবিষ্কার, সমাধান, নতুন খবর, ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে তাঁর মানস সন্তানের দল। বিদায়, বিদায় প্রেমেনদা।

প্রতিবাদের নয়া কৌশল

'বহিষ্কার প্রসঙ্গে সি, পি, এম এর নয়া কৌশল' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদে সি, পি, এমের লোক্যাল কমিটির সম্পাদক প্রাণবন্ধু মালের এক প্রতিবাদ পত্র আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেটি প্রকাশ করার পূর্বেই একই বয়ানের একটি ছাপানো প্রচার পত্র আমাদের হাতে পৌঁছানোয় প্রতিবাদ পত্রটি প্রকাশ করার আর কোন প্রয়োজন মনে করলাম না। —সম্পাদক

কলকাতা রঘুনাথগঞ্জ ষ্টেটবাসে ডাকাতি

রঘুনাথগঞ্জঃ গত ৬ মে সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে এখানে আসার পথে নবগ্রাম থানার শিবপুর ও গোপগ্রামের মাঝে ষ্টেট বাস থামিয়ে ছিনতাই হয়। সংবাদে প্রকাশ, প্রায় ৮-১০ জন যুবক বহরমপুর গীর্জার মোড় থেকে যাত্রী হয়ে বাসে উঠে। বাসটি শিবপুর ও গোপগ্রামের মাঝামাঝি এলে যুবকদের মধ্যে একজন চালকের মাথার কাছে পিস্তল ধরে বাস থামাতে বাধ্য করে। অন্যরা ছোরা নিয়ে বাসযাত্রীদের মালপত্র কেড়ে নিতে থাকে। জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক চুনীলাল গুপ্ত প্রতিবাদ করলে যুবকদের হাতে তিনি লাঞ্ছিত হন। এখানকার (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ষ্টেটবাসে ডাকাতি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

অনৈকা মহিলা গায়ের গয়না খুলে দিতে ইতস্ততঃ করে ছোরার আঘাত পান। অল্প সময়েই যাত্রীদের হাতঘড়ি টাকা পয়সা গয়না লুণ্ঠিত হয়। যুবকেরা ঐখানেই নেমে যায়। বাস চালক বাসটিকে রঘুনাথগঞ্জে নিয়ে এসে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

পরীক্ষার্থী গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিব্যেন্দু দাস ও মানিক সাহাকে তাঁরা এক্সপেল করেন। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় অধ্যাপকরা আগামী ৯ তারিখের মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী তোলেন। অন্যথায় তাঁরা আর পরীক্ষা কেন্দ্রে ডিউটি দেবেন না বলে জানিয়ে দেন। পুলিশ ৬ মে গভীর রাত্রে অভিযুক্ত ছাত্রদের মধ্যে অমিত ধর, গৌতম ধর, দিব্যেন্দু দাস ও মানিক সাহাকে বাড়ী থেকে তুলে এনে গ্রেপ্তার করে। ৭ মে অমিত ধরের দাদা বিকাশ ও তাপস ভাইকে ছাড়িয়ে আনতে থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় পুলিশ তাদেরও গ্রেপ্তার করে। সাধারণ আসামীর মত ছাত্রদের কোমড়ে দড়ি বেঁধে কোর্টে হাজির করা হয়। আদালতে ছ'জনের আইনজীবী এদের জামিনের আবেদন করলে মাননীয় জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বি, এন, বিশ্বাস তা নাকচ করে দেন। ৭ মে অধ্যাপকদের এক প্রতিবাদ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। ৯ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ট্রোলার অফ এক্সামিনেশনস গোপাল ব্যানার্জী স্বয়ং কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি সব ঘটনা শুনে এই কেন্দ্রে আর কোনদিন এক্সটারন্যাল পরীক্ষার্থীদের আসন দেবেন না বলে জানান। প্রথম হাফের গোলমাল সত্ত্বেও অধ্যাপকরা দ্বিতীয় হাফে কাজ চালানোয় তিনি তাঁদের ধন্যবাদ দেন। প্রশাসনিক তৎপরতায় কড়া পুলিশী প্রহরায় ১৪৪ ধারা জারী করে বর্তমানে পরীক্ষা চলছে। ধৃতদের মধ্যে একমাত্র গৌতম ধরকে পুলিশ প্রহরায় পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কলেজ শিক্ষক সংস্থা আগামী ১৪ মে এক সর্বদলীয় কনভেনশন ডেকেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আরোও দু'জন ছাত্র পলাতক তাদের ধরা যায়নি। কিন্তু ছাত্র মহলের অভিযোগ, ঐ দু'জন ছাত্র বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ায় পুলিশ ওদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে না। ১০ মে জেলা জজের আদেশে আসামীরা সকলেই জামিনে মুক্তি পেয়েছে।

NTPC
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : 742236 DIST. MURSHIDABAD (W. B.)

Ref. No. : FS: 42 : O & M ontract : 444/ Date :

Sealed Tenders are invited from experienced & resourceful contractors for the following work. Tender documents can be obtained in person showing the Registration and Credentials from the office of undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of Tender documents for the work.

Tender documents will be on sale from 16. 05. 88 to 30. 05, 88 from 9-00 hrs. to 12 00 hrs, & 14-30 hrs. to 16 00 hrs. Tender will be opened on the following days, in presence of tenderers or their authorised representatives at 14-00 hrs.

Sl. No.	Name of work	Approx. value of work (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Cost Tender paper	Date of opening	Duration
1.	Annual Rate Contract for Mill Maintenance	Rs 6·5 Lakhs	Rs. 13,000/-	Rs. 100/-	31-5-88	One year

TERMS & CONDITIONS :

1) Proof of Registration, Tax Clearance Certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the Tender.

2) Tender paper will be issued to those parties only, who have done similar type of Bowl Mill Maintenance job earlier.

3) Tenders received late and or without earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against any running bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the "Acceptable Form" as mentioned in Tender Papers. Tenderers Registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD.

4) NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of Tender documents sent by post.

5) NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer and reserves the right to cancel any or all offers without assigning any reason.

6) The G. C. C. shall also be binding besides the special conditions which can be seen in the office of the undersigned.

SUPDT. (O&M/MTP)
NTPC/FSTPP

হাসপাতালের দুর্নীতি দূরে নয়া এস ডি এম ওর চেষ্টা

রঘুনাথগঞ্জ : ডাঃ গোপালচন্দ্র সরকার জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে দু'মাস পূর্বে এস ডি এম ওর পদে যোগ দিয়েছেন। তিনি এই মহকুমার ফরাক্কা থানার বেনিয়াগ্রামের অধিবাসী। তাঁর কার্য্যকালের দু'মাসের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হাসপাতালের দুরবস্থা উপলব্ধি করে তা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ ব্যাপারে গত ৬ মে শহরের সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে এক ঘরোয়া আলোচনায় তিনি মিলিত হন। এবং দুর্নীতি ও অব্যবস্থা উচ্ছেদে তাঁদের সাহায্য চান। তিনি বলেন, রোগীর বেডের কাছে কুকুর ঘুরে বেড়াতে ও হাসপাতাল এলাকায় গরু শূয়োরের অবাধ বিচরণ তাঁকে বিস্মিত করেছে। এখানে রোগীর সঙ্গে সাক্ষাতের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। রোগীরা যেখানে সেখানে কফ থুথু, মলমূত্র ত্যাগ করে হাসপাতাল নোংরা করছেন। এ ছাড়াও রয়েছে সাধারণের সাথে কর্মীদের অসৌজন্যমূলক ব্যবহার, বিভিন্ন দুর্নীতি, ওষুধ ও রোগীর পথ্য চুরি ইত্যাদি। তিনি বলেন এসব সমূলে দূর করতে জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, সরকার অ্যাম্বুলেন্সের ফুয়েল বাবদ মাসে ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান দেন। রোগীদের পথ্যের জন্য সরকারী অনুদানও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাই একটু নজর রাখলে অ্যাম্বুলেন্স চলাচলে বা রোগীর পথ্য সরবরাহে কোন বাধা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। আরোও জানান, রোগীর সাথে দেখা করার জন্য তিন নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেবেন। এ নিয়ম চালু হলে হাসপাতালে অহেতুক ভীড় নিয়ন্ত্রিত হবে। তাঁর এ সাধু প্রচেষ্টাকে উপস্থিত সকলে সমর্থন জানান।

ট্রেনের দাবী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গয়া প্যাসেঞ্জার ও হাওড়া-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার দুটি বন্ধ করে দেওয়ায় জঙ্গিপুর মহকুমা রেল মানচিত্র থেকে একেবারে বাদ পড়লো। শ্রীআবেদিন সব কিছু বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও নাকি রাষ্ট্রমন্ত্রী এক কথায় সব দাবীকেই নস্যাৎ করে দেন। তিনি বলেন—ঐ ট্রেনগুলিতে অবিরত চেন টেনে যাত্রায় বিঘ্ন ঘটানো হতো এবং রেল বিভাগ যাত্রী ভাড়ার টাকা এত কম পেতেন যে ঐ ট্রেনগুলি চালানো লোকসানজনক। মন্ত্রী মহোদয়ের যুক্তি হলো—চোরে বাস চুরি করছে বলে মাটিতে ভাত খেতে হবে। তাঁরা যেহেতু দুর্নীতি দমনে অপারগ সেহেতু ট্রেনগুলি তুলে দিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষকে গণশাস্তি দিলেন। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, রেল একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের ভয় যদি সরকার জনসেবা থেকে পিছিয়ে যান তবে সেই সরকারকে নিশ্চয়ই জনগণের সরকার বলা যায় না।

শীতলাতলার মেলায় পুণ্যার্থীর মৃত্যু

মির্জাপুর, ১১ মে : স্থানীয় শ্রীশ্রীশীতলামাতার পীঠস্থানে চব্বিশ প্রহর হরিনাম সংকীর্ত্তন এবং তদুপলক্ষে এক বিরাট মেলা গত ২৪ বৈশাখ শুরু হয়। শেষ হয় ২৭ বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার। দেবীর পীঠস্থানে দূরদূরান্ত থেকে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। সংকীর্ত্তনের তিন দিন বহিরাগত সহস্রাধিক ভক্তের জন্য উৎসব কমিটি বিনা দক্ষিণায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিন রাতভোর চলে নরনারায়ণ সেবা। হাজার হাজার ভক্ত অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈশাখের শেষ কটা দিন মির্জাপুর হয়ে ওঠে এক তীর্থক্ষেত্র।

শেষ খবর : ১১ মে উৎসব শেষে ঘরে ফেরার পথে সাগরদীঘির এক বৃদ্ধা মহিলা রোদে অসুস্থ হয়ে মাঠের মধ্যে মারা যান।

প্রশাসন তৎপর হলেন

(১ম পাতার পর)

বলে আশা করেন। তাঁদের দাবী—প্রশাসন শহরের সংস্কৃতিপ্রেমীদের ডেকে কমিটির তরফে আজ পর্য্যন্ত কি কাজ হয়েছে ও কত টাকা খরচ হয়েছে জানাবার ব্যবস্থা করুন। তাঁদের অভিযোগ, কমিটির কাজে অনেক গাফিলতি আছে যা জনগণের জানা প্রয়োজন।

পাতভাড়ি গুটাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আতঙ্ক মিথ্যা হলে তা দূর করতে প্রশাসনিক তৎপরতা ও প্রচার দরকার বলে শহরের মানুষ মনে করেন। আর যদি সংবাদ গুজব না হয়ে সত্য হয় তবে এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতেও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কোম্পানীর তরফ থেকেও এই গুজবের প্রতিবাদ সকলে আশা করছে।

কর্ম্মখালি

মাদ্রাসা-হোষ্টেলে ছাত্রদের প্রাইভেট পড়াইবার জন্য একজন বি-এস-সি, (অঙ্কে দক্ষ) শিক্ষক প্রয়োজন। পনের দিনের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রসহ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মহঃ আবুল হোসেন
(প্রধান শিক্ষক, মাদ্রাসা হুসেনিয়া)
গ্রাম নাচনা, পোঃ রমনা সেখদীঘি
জেলা মুর্শিদাবাদ

প্রিয় গ্রাহক
আপনারা নীচে উল্লেখিত ব্র্যান্ডগুলির

প্রতিটি ঠান্ডা বোতলের জন্য ২টা: ৭৫ পঃ দাম দেবেন

গোল্ডস্পট	থ্রিল	ফিজা
লিমকা	স্প্রিন্ট	ফেরিণি—১১ আপ
থাম্‌স আপ	রাশ	ফেরিণি—ম্যাঙ্গো
রিমঝিম	মুড	ফেরিণি পাইনাপেল
মাজা	অরেঞ্জ	ফেরিণি লেমোনেড
বিজলী গ্রীল আইসক্রীম সোডা		জেস্ট পাইনাপেল

গ্রাহকদের স্বার্থে ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারক কোম্পানী-গুলির দ্বারা একযোগে বিজ্ঞাপিত

পঁচিশে বৈশাখ

ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে একেকে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

রবীন্দ্রনাথ
(ভারতবর্ষের ইতিহাস : ১৩০৯)

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।